বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় ছোট দ্বীপ এবং নদীর চরের জন্য অভিযোজন উদ্যোগ প্রকল্প

এক নজরে প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৭

বাজেট: ৯.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (অনুদান)

অর্থায়নে: Adaptation Fund

উন্নয়ন সহযোগী: জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE)

সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (IDCOL) এবং NGO Forum

প্রকল্প এলাকা:

১। রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলা

২। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা

৩। সমগ্র ভোলা জেলা শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কার্যক্রমের জন্য

"বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় ছোট দ্বীপ এবং নদীর চরের জন্য অভিযোজন উদ্যোগ" প্রকল্পটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড এর অর্থায়নে ইউএনডিপি বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে পাঁচ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপ এবং নদীর চরে বসবাসকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করবে, জলবায়ু-জনিত দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং আগাম সতর্কতা জোরদার করবে এবং জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে রংপুর ও ভোলা জেলার ছোট দ্বীপে বসবাসকারী প্রায় ৩৪১,০০০ জন (৩১,০০০ প্রত্যক্ষ এবং ৩১০,০০০ পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে এবং প্রকল্পটি একাধিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা', 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) (২০২৩-২০৫০)' এবং 'বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (NDC)' অনুযায়ী প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক অর্জনে অবদান রাখবে।

প্রকল্পের পটভূমি

বিশ্বের উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তবে এসব ঝুঁকি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ দুর্যোগ সহনশীলতায় উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, নদীবেষ্টিত এবং নিচু ব-দ্বীপ অঞ্চল হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ দেশে প্রতিনিয়ত আঘাত হানে। এ সকল জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে ধীর ও দ্রুত গতিসম্পন্ন দুর্যোগ যেমন: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, তাপদাহ ও খরা। আমাদের উপকূলীয় ও নদী তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি ও মৎস্যের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ কিছু ভৌগোলিক ও আর্থসামাজিক কারণে উপকূলীয় দ্বীপ এবং নদীচর অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি হয় যেমন অধিক দারিদ্র্যতা, ভৌগলিকভাবে প্রত্যন্ত ও মূল ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্নতা, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা, সীমিত পরিবহণ সুবিধা, জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরতা, অভিবাসন এবং জলবায়ু জনিত স্থানান্তর, অপর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত, জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপর্যয়ের প্রভাব স্বল্প জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিঃস্ব নারী ও শিশুদের উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপ এবং নদীর চরে বসবাসকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা এবং খরা থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণের জন্য জলবায়ু সহনশীল গৃহ নির্মাণ ও জীবিকার সহনশীলতা বৃদ্ধি করা
- কার্যকর স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধুনিক জলবায়ু-সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেড়িবাঁধ নির্মাণ সহ স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর উন্নতি সাধন করা
- প্রকল্প নির্ধারিত প্রত্যন্ত উপকূলীয় চর এলাকায় বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-র কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সময়মত আগাম সতর্কতা এবং কার্যকর জরুরী পূর্বাভাস প্রদান জোরদার করা
- নদী এবং উপকূলীয় দ্বীপগুলিতে জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণ, সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের জ্ঞান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

প্রত্যাশিত ফলাফল

ফলাফল ১
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপকূলীয় ছোট দ্বীপ এবং নদীর চর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং স্থানীয় মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি

ফলাফল ২
উন্নত অবকাঠামো, ব্যবস্থাপনা এবং সমাজ ভিত্তিক জরুরি পূর্বাভাস প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে জলবায়ু জনিত দুর্যোগ প্রতিরোধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি

ফলাফল ৩
জলবায়ু-সহনশীল কৃষি চর্চা এবং বিকল্প জীবিকা সংস্থানের মাধ্যমে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ক্ষমতার উন্নয়ন

ফলাফল ৪
বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, স্থানীয় সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অভিযোজন কৌশল সম্পর্কিত তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত

উপকারভোগী

দরিদ্র এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন ব্যক্তিরা এই প্রকল্পের উপকারভোগী, যাদেরকে নিম্নোক্ত বিপন্নতার ধরন অনুযায়ী নির্বাচন করা হবেঃ

- নারী-প্রধান পরিবার, যেমন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, বা বিচ্ছিন্ন/পরিত্যক্ত; যেসব পরিবারে নারীদের ওপর নির্ভরশীল সদস্যদের (শিশু ও বয়স্ক) সংখ্যা বেশি; যেসব পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ (শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধী); এবং যেসব পরিবার তাদের কিশোরী মেয়ের আয়ের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল
- মাথাপিছু দৈনিক আয় ১.২৫ ডলারের কম এমন পরিবারসমূহ

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি এবং বন্যা মোকাবেলা করার জন্য ৩০০টি জলবায়ু-সহনশীল ঘর নির্মাণ
- ৫০০ পরিবারের জন্য রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন
- ৩০০-৪৫০ বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৩০টি সোলার ন্যানো-গ্রিড স্থাপন
- ১০টি গুচ্ছ বাড়ি নির্মাণ
- ইকোসিস্টেম-ভিত্তিক অভিযোজন এবং জিওটেক্সটাইল ব্যাগের মাধ্যমে ২৪ কি.মি. ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ ও মজবুত
- নির্বাচিত দ্বীপগুলির জন্য ৮টি জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি
- ৬,০০০ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দেয়া ও ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতির সরঞ্জাম বিতরণ
- ৮টি জরুরী ভাসমান অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় ও হস্তান্তর

- ৬,৫০০ জন মানুষের জন্য জলবায়ু-সহনশীল বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা
- ৭,৫০০ কৃষককে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি অনুশীলনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
- ৪টি সৌরচালিত হিমাগার স্থাপন
- ৬টি সৌরচালিত সেচ পাম্প স্থাপন
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও কৃষি বিভাগের প্রায় ২৫০ জন কর্মকর্তাকে তাদের নিজ নিজ কর্মকান্ডে জলবায়ু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
- ২টি জলবায়ু অভিযোজন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা
- জলবায়ু সচেতনতা প্রচার অভিযানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৭৫% জনসংখ্যার কাছে পৌঁছানো
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, সহনশীল জীবিকা, জলবায়ু সুসামঞ্জস্য কৃষি, ইত্যাদির উপর ১০টি ম্যানুয়াল ও পুস্তিকা তৈরি

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাজের সারসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কাজের সারসংক্ষেপ	চুক্তির তারিখ
CPP	৬,০০০ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতির সরঞ্জাম বিতরণ ও ৮টি জরুরী উদ্ধার নৌযান বা ভাসমান অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় ও হস্তান্তর করা	১৫ অক্টোবর ২০২৩
	৭,৫০০ কৃষককে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০ জুন ২০২৪
	২৪ কি. মি. ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ ও মজবুত করা এবং একটি সেচ স্লুইস গেট মেরামত করা	১৪ আগষ্ট ২০২৪
IDCOL TOGETHER FOR TOMORROW	৩০টি সোলার ন্যানো-গ্রিড, ৬টি সোলার সেচ পাম্প, ৪টি সোলার কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা এবং ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৭ অক্টোবর ২০২৪
এলজিইডি	৩০০টি জলবায়ু-সহনশীল বাড়ি, ১০টি গুচ্ছ বাড়ি নির্মাণ ও ২টি জলবায়ু অভিযোজন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	২৭ অক্টোবর ২০২৪
NGO FORUM FOR PUBLIC HEALTH	৬,৫০০ জন উপকারভোগীর জন্য জলবায়ু-সহনশীল বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা	০৮ মে ২০২৫

চলমান কার্যক্রম

জলবায়ুসহিষ্ণু বাড়ি

গুচ্ছ বাড়ি

সিপিপি ইকুয়েপমেন্ট বিতরণ

বাঁধ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ ও মজবুত করা

জলবায়ু-সহনশীল কৃষি প্রশিক্ষণ

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Web: www.doe.gov.bd